ডিভি-২০০৩ লটারি বিজয়ীদের জ্ঞাতব্য

ঢাকা, ১৪ই নভেম্বর -- ডাইভারসিটি ইমিগ্র্যান্ট ভিসা কর্মসূচীর (ডিভি - ২০০৩) আওতায় লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন ভিসা দেয়া হয়। তবে যে সব আবেদনকারীর নির্ধারিত শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতা রয়েছে শুধুমাত্র তাদেরকেই লটারির জন্য বিবেচনা করা হয়। ১৯৮৯ সাল থেকে হাজার হাজার বাংলাদেশী ডিভি কর্মসূচীর আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন ভিসা পেয়েছেন। ডিভি ২০০৩ কর্মসূচীর আওতায় তিন হাজারেরও বেশী বাংলাদেশী ইমিগ্রেশন ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন বলে বাছাই করা হয়েছে। তবে, এই কর্মসূচীর প্রথম ৬ সপ্তাহে যোগ্য আবেদনকারীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস কিছুটা বিব্রত।

মনে হচ্ছে, অনেক আবেদনকারী ডিভি-২০০৩-এর সংশোধিত নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অবগত নন। ফলে এমনটি ঘটছে। কোন কোন আবেদনকারী তাদের ডিভি লটারির আবেদন গ্রহণ এবং পরবর্তীতে ভিসার আবেদনপত্র তৈরী করার জন্য নানা "ইমিগ্রেশন সার্ভিসের" সহায়তা নেন। ইমিগ্রেশন সার্ভিসের বা কোন কনসালট্যান্টের সহায়তা নেয়া বেআইনী কাজ নয়। **তবে দেখা গেছে যে, প্রত্যাখ্যাত বেশীর ভাগ ডিভি আবেদনপত্রই অন্যের সহায়তায় পুরণ করা।** যারা অন্যের সহায়তায় আবেদনপত্র পুরণ করেন তারা অন্যের দয়ার ওপরই নির্ভর করেন। আবেদনকরীরা কনসালট্যান্টদের সহায়তা গ্রহণ করুন আর না-ই করুন লটারি ও ভিসা আবেদনের সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের মধ্যে যাতে সামঞ্জস্য থাকে সেটার দায়িত্ব আবেদনকারীরই।

এভাবে, অনেক ডিভি আবেদনকারীর আবেদন বাতিল হয়; কেননা, তাদের ডিভি আবদনপত্র ডিভি-২০০৩ কর্মসূচীর সংশোধিত নিয়মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ থাকে না। ডিভি-২০০৩ কর্মসূচীর সংশোধিত নিয়মকানুন ডিভি কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী সকল দেশের আবেদনকারীদের বেলায়ই প্রযোজ্য। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে লটারি কর্মসূচী শুরু হওয়ার প্রাক্কালে যুক্তরাষ্ট্র দুতাবাস এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেছিল। একজন আবেদনকারী যাতে একসাথে অনেকগুলো আবেদনপত্র পাঠাতে না পারেন সে লক্ষ্যে ডিভি-২০০৩-এর নিয়ম-কানুনে পরিবর্তন আনা হয়। আবেদনকারীর পরিচিতি আরো ভালো করে জানার জন্যই এই পরিবর্তন আনা হয়েছিল। যেমন ধরা যাক, নতুন

নিয়মে বলা হয়েছে যে, আবেদনকারীকে আবেদনপত্রে নিজ মাতৃভাষায় (বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বাংলায়) স্বাক্ষর করতে হবে।

ডিভি-২০০৩ আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যাত হবার প্রধান কারণসমূহঃ

- আবেদনপত্রে বাংলায় স্বাক্ষর না থাকা
- আবেদনপত্রে দেয়া ফটো ডিভি-২০০৩ সালের নির্ধারিত মাপের না হওয়া
- আবেদনপত্রে আবেদনকারীর স্বাক্ষর না থাকা, শুধু বড় হাতের অক্ষরে নাম লেখা বা শুধু অনুস্বাক্ষর করা
- এক নামে একাধিক আবেদন করা বা ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে আবেদনপত্র জমা দেওয়া
- আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত বা পেশাগত যোগ্যতা না থাকা
- ভুয়া বা পরিবর্তন করা দলিলপত্র দিয়ে আবেদন করা, বিশেষ করে শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রসমূহ। এতে দেখা যায় শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও অনেকে দরখাস্ত করেছেন।

আবেদনকারীদেরকে সত্যিকার পরিচয়ে একটি মাত্র ডিভি লটারি আবেদন জমা দিতে হবে। একাধিক আবেদনপত্র জমা দেওয়ার কারণে বেশীরভাগ আবেদনকারীর আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যাত হয়। আবেদনকারীদের প্রতি আমাদের আহ্বান হচ্ছে, অফেরতযোগ্য ভিসা আবেদন ফি জমা দেওয়ার আগে আপনারা ডিভি-২০০৩ ডিভি লটারির নিয়ম কানুন ভালভাবে পড়ুন। ভুয়া বা পরিবর্তন করা দলিলপত্র আবেদনপত্রের সাথে জমা না দেওয়ার জন্য আমরা সংশিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। ডিভি আবেদনকারীর শিক্ষাগত বা পেশাগত যোগ্যতা না থাকলেও এসব কারণে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের ভিসার জন্য স্থায়ীভাবে অযোগ্য হওয়ার কোন বিধান নেই, তবে ভুয়া বা জাল করা কাগজপত্র আবেদনপত্রের সাথে জমা দিলে যুক্তরাষ্ট্রের যে কোন ভিসা পাওয়ার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হওয়ার বিধান রয়েছে। ঢাকাস্থ আমেরিকান দুতাবাসের কনস্যুলার সেকশনে ডিভি-২০০৩ কর্মসূচীর নিয়ম-কানুন ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পাওয়া যায়। দুতাবাসের ডিভি ভিসা আবেদন ফি ৪৩৫ ডলার বা এর সম অংকের টাকা এবং এই ফি অফেরতযোগ্য।

==========

জিআর/২০০২

দ্রষ্টব্য: এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮১৬৭৭; ই-মেইল: ফযধশধ@ঢ়ফ.ংঃধঃব.মড়া এবং ডবনংরঃব: যঃঃঢ়://ীীী.ংবসনধংু-ফযধশধ.ড়ৎম) যোগাযোগ করুন।